দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 [illegible] 2015
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ০৬

উনিশ মাসের বেতন পাননি লোহাগড়ার ২৬ শিক্ষক

■ লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

দ্বিতীয় ধাপের শিক্ষকদের সরকারি গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় ১৯ মাস বেতন ভাতা বন্ধ নড়াইলের লোহাগড়ায় ২৬ সদ্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের। বেতন ভাতা না পেয়ে গত ঈদ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ওই শিক্ষকদের পরিবার।

শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ৩ ধাপে পর্যায়ক্রমে ২৬ হাজার বেসরকারি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী ওই বছরের জুলাই মাসে দ্বিতীয় ধাপে লোহাগড়ায় ১টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৬টি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেন।

১৯ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত ওই ৭ বিদ্যালয়ের ২৬ শিক্ষকের নামে গেজেট প্রকাশিত হয়নি। কবে নাগাদ হবে তাও কেউ বলতে পারছে না

কিন্তু ১৯ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত ওই ৭ বিদ্যালয়ের ২৬ শিক্ষকের নামে গেজেট প্রকাশিত হয়নি। কবে নাগাদ হবে তাও কেউ বলতে পারছে না। সরকারি হওয়ার আগে সামান্য কিছু হলেও তারা বেতনের টাকা পেতেন।

সহকারী শিক্ষক মোল্যা সোহেল রানা বলেন, আমার দুগ্ধপোষ্য একটি শিশুকে দুধ কিনে দিতে পারি না। বৃদ্ধ মা-বাবাকে পেট ভরে খেতে দিতে পারছি না। দু'চারটি প্রাইভেট পড়িয়ে যা পাই, তা দিয়ে কোন রকম বেঁচে আছি।

খলিশাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ আহাদ ১৯ মাস বেতন ভাতা না পেয়ে সংসার চালাতে সকাল ও বিকাল থেকে রাত ১০ পর্যন্ত ভাড়ার মোটর সাইকেল চালান। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষক কিন্তু অর্থের অভাবে সংসার চলে না। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. মফিজুর রহমান বলেন, এটা অমানবিক, শিক্ষকদের কষ্টে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. লুৎফর রহমান বলেন, সরকারি গেজেট প্রকাশ হলে ওই শিক্ষকদের বেতন পাবেন।